

# শিক্ষামূলক সফটওয়্যার ॥ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিতে এক নতুন দিগন্ত

সম্ভবত আনন্দ মান্দিমিডিয়া হচ্ছে প্রথম কোম্পানি যার কাছে পাঠ্যপুস্তক গুরুত্ব পেল। তবে ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে, বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষামূলক সফটওয়্যার তৈরি করেন হাইটেক প্রফেশনালের মুজিবুর রহমান স্বপন। এরপর অনেকেই শিশুশিক্ষার জগতে পা রাখেন। আমাদের আনন্দ মান্দিমিডিয়া ও পাণিনিসহ অনেক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের সফটওয়্যার বাজারজাত করতে শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেইসব প্রয়াস অঙ্কুরেই থেমে যায়।

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বাজার সম্প্রসারণ কিভাবে হবে সেইসব বিষয়ে আমার যেসব ভাবনাচিন্তা রয়েছে তার মাঝে সবথেকে আগে আছে শিক্ষা, ছোট-মাঝারি ব্যবসা ও সরকারি খাতে কম্পিউটারের ব্যাপক ও কার্যকর ব্যবহার। সরকারের পাশাপাশি শিল্প-কলকারখানা, বৃহৎ ব্যবসা বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিসহ ছোট ও মাঝারি ব্যবসায় কম্পিউটারের ব্যবহার হলে তাতেও যে আমাদের কম্পিউটারের বাজার বাড়বে সেটি নিয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা না থাকলেও সরকারের কম্পিউটারাইজেশন একটি বড় সম্প্রসারণের ক্ষেত্র। সরকার যে এটি বোঝে না সেটি নয়। তবে সরকারে বাধা আছে। কম্পিউটারাইজেশন প্রতিরোধ করার জন্য একটি শক্তিশালী অংশ সরকারের ভেতরে রয়েছে। তারা নিজেরা কম্পিউটার চলাতে জানেন না। ফলে সরকার কম্পিউটার ব্যবহার করুক সেটিও তারা চায় না। এর ফলে তারা যে ক্ষমতাহীন হয়ে যাবে তারা সেটি মনে করে। আমাদের দায়িত্ব হবে সেই দুর্বৃত্ত অংশটাকে প্রকাশ্য ও অকার্যকর করা। এখন সরকারের কম্পিউটারাইজেশন বিষয়ে আমাদের শক্তিশালী এ্যাডভোকেটসি করতে হবে। নিয়মিত ও নির্বাচিত সরকারের আমল নয় বলে বর্তমানের অবস্থায় একটি ডিগ্রি। একটি অন্তর্ভুক্তিকামী তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি ডিজিটাল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো বড় কাজে হাত দিতে চাইবে বলে আমার অন্তত মনে হচ্ছে না। এই সরকার যে বড় কাজ করছে না তা নয়, কিন্তু সেইসব কাজ অনেক বেশি রাজনৈতিক। তবুও আমরা চেষ্টা করলে এই সরকারের আমলেই তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যাপক পরিবর্তন করাতে পারি। এরই মাঝে টেলিকম খাতে চিওআইপি উন্নত করা, কম সেটারের লাইসেন্স দেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল ফোন চালু করা, সাবমেরিন কেবলের ব্যান্ড উইদথ চার্জ কমানো, বিটিটিবির সেবা ও ফোন কলচার্জ কমানো এসব খাতে সফলতা এসেছে। এরই মাঝে সরকার আইসিটি টারফোর্স পুনর্গঠন করেছে। টারফোর্সের নির্বাহী কমিটির একটি সভাও হয়েছে। আমাদের দায়িত্ব প্রকৃতিতেই সরকার এসব কাজের পাশাপাশি ওবাইম্যান নীতিমালা তৈরি করেছে, কম সেটারের প্রশিক্ষণ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে, বিকল্প সাবমেরিন কেবল স্থাপনের কাজ করছে, এমনকি বাংলাদেশের নিম্ন উপগ্রহ স্থাপনের কাজও এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদেরকেও আমরা উৎসাহিত

করতে চাই। সালে সিনথেটিক রাডার ট্রেনার সফটওয়্যার তৈরি হয়। যৌক্তিক কারণেই সেই চট্টগ্রাম দশক থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত সেইনফ্রেম কম্পিউটারের সাথে শিক্ষামূলক সফটওয়্যার যুক্ত ছিল। এর মাঝে ১৯৬০ সালে তৈরি হয় গ্রাটো নামের একটি সফটওয়্যার। ১৯৬৯ সালে তৈরি হয় টিআইসিআইটিও এক্সপ্রে উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়কালের বেসিক (১৯৬৩) ও লগো (১৯৬৭) প্রোগ্রামিং ভাষার অবদানও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭২ সালে গ্রাটোর যে চতুর্থ সংস্করণ বাজারজাত করা হয় তা পরবর্তীকালের শিক্ষামূলক সফটওয়্যার তৈরির ভিত্তি প্রকৃত করে। ১৯৭৫ সালে আগটোয়ার কম্পিউটার বাজারে আসার মধ্য দিয়ে পিসির যে যাত্রারত হয় তার সাথে শিক্ষামূলক সফটওয়্যারের বন্ধন দিনে দিনে আরও দৃঢ় হয়। কমেডর, এ্যাপল ইত্যাদি কম্পিউটারের জন্য শিক্ষামূলক সফটওয়্যার বানাতে এগিয়ে আসে ব্রডারবাউন্ড ও ল্যানিং কোম্পানি। মিনেসুটা এডুকেশনাল কোম্পানি কনসোর্টিয়াম নামক একটি গোষ্ঠী এক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখে। তবে শিক্ষামূলক সফটওয়্যারের প্রারম্ভিক জোয়ারের সময়কাল হচ্ছে নব্বই দশক। এরই মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের পাঠ্যবইখণ্ডে সফটওয়্যারের পরিণত হয়েছে। আমি সিরাপুরের পাঠ্যপুস্তকসম্পাদক সফটওয়্যার হিসেবে সেবেছি। যেসব কোম্পানির শিক্ষামূলক সফটওয়্যার এখন দুনিয়াজোড়া প্রসারিত হয়ে আছে সেগুলো হচ্ছে জি কমপ্লিস, নলেজ এডভেনচার, মি ল্যানিং কোম্পানি, ডিসনি ইন্টারঅ্যাকটিভ, অলগান্ডিন এবং ইনফোমিডিয়া জো। বাংলাদেশে অনেক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার প্রকাশক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মাইক্রোস ডিজিটাল, সিস্টেক, সিটি মিডিয়া, ডেফেন্ডিট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান শিক্ষামূলক সফটওয়্যার প্রকাশ করে। তবে সকলেই যে কম্পিউটারের জন্য ইন্টারঅ্যাকটিভ সফটওয়্যার তৈরি করে তা নয়। এছাড়া পাঠ্যবিষয় বা কারিকুলাম নিয়ে তারা কোন কাজ করে না। সম্ভবত আনন্দ মান্দিমিডিয়া হচ্ছে প্রথম কোম্পানি যার কাছে পাঠ্যপুস্তক গুরুত্ব পেল। তবে ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে, বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষামূলক সফটওয়্যার তৈরি করেন হাইটেক



প্রফেশনালের মুজিবুর রহমান স্বপন। এরপর অনেকেই শিশুশিক্ষার জগতে পা রাখেন। আমাদের আনন্দ মান্দিমিডিয়া ও পাণিনিসহ অনেক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের সফটওয়্যার বাজারজাত করতে শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেইসব প্রয়াস অঙ্কুরেই থেমে যায়। পাইবেরির করালমাসে সেলের সকল শিক্ষামূলক সফটওয়্যার হারিয়ে

270	4000.00	2,30,000.00	Consol of RCC drain at Fern Comilla Trunk road west side (Start from Alimuddin road to Sura)	EDDRP	FEN-11	01.02	1+060m, Ch. 1+060m to Ch. 1+060m (L=800m)
270	3000.00	2,40,000.00	Trunk road west side (Start from Major Shaluddin road to near Alimuddin road at Ch. 00+660m to Ch. 00+660m)	EDDRP	FEN-10	01.01	Richab. of RCC drain along the side of Fern Comilla to Major Shaluddin road Ch. 00+660m (L=660m)
270	2500.00	2,25,000.00	Trunk road west side (Start from Dewangan Khal)	EDDRP	FEN-09	SD-15	Richab. of RCC drain along the side of Fern Comilla to Major Shaluddin road Ch. 00+660m (L=660m)
270	4000.00	1,50,000.00	Consol of RCC drain at BSCIC road (Start from Alim road) Ch. 00 to 0+960m	EDDRP	FEN-08	SD-03	Uddin road to crossing culvert at Dhalu-Ch highway)
		2,50,000.00	Consol of RCC drain at BSCIC road (Start from Alim road) Ch. 00-770m (L=770m)	EDDRP	FEN-08	SD-03	Richab. of RCC drain at side of Abu Bakker road (Start from Raji way Cross drain at Fern Fourshara road) Ch. 00-770m (L=770m)
			Richab. of RCC drain at side of Abu Bakker road (Start from Raji way Cross drain at Fern Fourshara road) Ch. 221-276m (Span=1.4m)	EDDRP	FEN-08	SD-03	Richab. of RCC drain at side of Abu Bakker road (Start from Raji way Cross drain at Fern Fourshara road) Ch. 221-276m (Span=1.4m)
			Richab. of RCC drain at side of Abu Bakker road (Start from Raji way Cross drain at Fern Fourshara road) Ch. 0-320m (L=320m)	EDDRP	FEN-08	SD-03	Richab. of RCC drain at side of Abu Bakker road (Start from Raji way Cross drain at Fern Fourshara road) Ch. 0-320m (L=320m)
			Richab. of RCC drain at side of Abu Bakker road (Start from Raji way Cross drain at Fern Fourshara road) Ch. 0-320m (L=320m)	EDDRP	FEN-08	SD-03	Richab. of RCC drain at side of Abu Bakker road (Start from Raji way Cross drain at Fern Fourshara road) Ch. 0-320m (L=320m)